দৈনিক বাংলা
তারিখ … পৃষ্ঠা … কলাম …

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

লেখাপড়া ও রোজগার এক সঙ্গে রাখা হলে স্কুলে হাজিরা বাড়বে

(হাসান হাফিজ)

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা (প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) আগামী ১৯৯৫ সাল নাগাদ বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছে।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে অভিমত ব্যক্ত করেছে যে প্রাথমিক শিক্ষাকে ১৯৯৫ সাল নাগাদ বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্তরটিকে এক সঙ্গে অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক না করে পর্যায়ক্রমে এক-একটি শ্রেণীকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। যেমন, বাধ্যতামূলক প্রথম শ্রেণী—১৯৯১, বাধ্যতামূলক—১৯৯২ সাল—এভাবে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্যে 'শেখো ও রোজগার করো' ধরনের ব্যবস্থা চালুর সুপারিশ করে শিক্ষা কমিশন বলেছে, এই ব্যবস্থা চালু করা

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

স্কুলে হাজিরা বাড়বে

(১-এর পৃঃ পর)

গেলে স্কুলে হাজিরার হার বাড়বে এবং গরীব পরিবারের আয়ের পথ কিছুটা প্রশস্ত হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করবার ক্ষেত্রে কমিশন বিবেচ্য কতকগুলি বিষয় নির্ধারণ করেছে। এগুলি হচ্ছেঃ স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় জাতীয় সরকার দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবেন।

যেখানে সম্ভব নিম্ন প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা করতে হবে। যেসব পরিবারের অবস্থান দারিদ্র সীমার অনেক নীচে, তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে হাজিরা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিফর্ম, বইপত্র, শিক্ষার উপকরণাদি দেয়া যেতে পারে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফিডার প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করা যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ছুটি এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে, যাতে কাজের মওসুমে শিক্ষার্থীরা ক্ষেতে খামারে কাজ করতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থসংস্থান প্রসঙ্গে কমিশনের অভিমত হলঃ প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হলে দেশবাসীর সার্বিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমানে বাংলাদেশে স্কুলে যাওয়ার উপযোগী শিশুর প্রায় শতকরা ৬৮ ভাগ স্কুলে যায়। বাকী ৩২ ভাগ শিশু স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই বিরাট অংশকে নিরক্ষর রেখে আমরা কখনো ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না।

পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। বাংলাদেশেও সাক্ষরতার হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা দরকার।

উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের ব্যয়ের সিংহভাগ বহন করেন স্থানীয় জনসাধারণ। কমিশনের মতে আমাদের দেশেও তাই হওয়া দরকার।

কমিশনের সুপারিশমালা হচ্ছেঃ সারাদেশে জরিপ করে নতুন প্রাথমিক স্কুল কোথায়, কটি প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে হবে। জনসাধারণ স্থানীয় উদ্যোগে যেসব স্কুলের জায়গা, ঘর, আসবাব এসবের ব্যবস্থা করবেন, সেসব স্কুল সরকারীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র শিক্ষকদের বেতন ভাতা দেয়ার দায়িত্ব নেবেন। স্কুল ঘর রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার এবং অন্যান্য সকল দায়-দায়িত্ব থাকবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওপর।

যেসব এলাকায় স্থানীয় জনসাধারণ দারিদ্রের কারণে স্কুল প্রতিষ্ঠায় অপারগ, সেখানে সরকারী উদ্যোগে স্কুল করা হবে। বর্তমানে সরকার যে পরিমাণ কর আদায় করেন তা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা খাতের প্রয়োজনীয় বিপুল ব্যয় মেটানো সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় মেটাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষাকর আদায়ের ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে।

শিক্ষা কমিশন বলেছে, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল ত্যাগী (ড্রপ আউট) শিক্ষার্থীদের সমস্যাটি সর্বাধিক প্রকট। বর্তমানে এই ত্যাগের হার শতকরা ৬৮ ভাগ। প্রাথমিক স্কুলগুলিতে পরিদর্শন আরো জোরদার করা দরকার। বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলে প্রয়োজনীয় আসবাব, খেলার সরঞ্জাম, গ্রন্থাগার এবং সুলিখিত ও চিত্তাকর্ষক বইয়ের অভাব রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল না থাকায় দেশে সকল শিশুর শিক্ষালাভ সম্ভব হয় না।

দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব পরিবেশ, সমাজের চাহিদা, ছাত্রদের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা এবং অভিরুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষা পরিক্রমের ব্যাপক পুনর্বিন্যাসের কথা বলেছিল ১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশন। সেই কমিশনের মত ছিলঃ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষা-পদ্ধতি কর্মমুখী হবে এবং পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের চেয়ে হাতে-কলমে শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ বিষয়ে বর্তমান শিক্ষা কমিশনের মত অভিন্ন।

রিপোর্টে বলা হয়ঃ প্রাথমিক শিক্ষার মানের ওপর পরবর্তী সকল শিক্ষার গুণগত মান নির্ভরশীল। এই স্তরের শিক্ষা সর্বোচ্চ শিক্ষার মতই গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

কমিশনের এ সংক্রান্ত সুপারিশ হলঃ কমপক্ষে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ লোকজন প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকতার যোগ্য বিবেচিত হবেন। কমপক্ষে এক বছর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকরা অগ্রাধিকার পাবেন। উচ্চ শিক্ষিত ও প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকতায় আগ্রহী লোকদের নিয়োগ করা দরকার। এ জন্য একটি প্রবণতা পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে। সুপারিশে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

সুপারিশে বলা হয়ঃ বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ খুব সীমিত। এই সুযোগ বাড়ানোর জন্যে দুটি পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়।